[২০১৮] ৯ এস. সি. আর. ১০২৪

ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ

বনাম

গয়ালিয়র ঝান্সি এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড

(২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৩২৮৮)

১৩ই জুলাই, ২০১৮

[দ্বীপক মিশ্র, প্রধান বিচারপতি, এ. এম. খানউইলকার এবং

ড. ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিদ্বয়]

দরপত্র - ৭৫ নং জাতীয় মহাসড়কের বিদ্যমান দুই-লেন অংশকে চার লেনে প্রশস্ত করার জন্য আপিলকারী এবং বিবাদীর মধ্যে চুক্তি - আপিলকারী বিবাদীর পক্ষ থেকে লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন - সালিশী ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে - জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষতির কারণে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার অনুমতি চেয়ে আপিলকারী ১৯৯৬ সালের আইনের ১৭ ধারা অনুসারে ট্রাইব্যুনালের কাছে আবেদন করেছেন - উত্তরদাতা ধারা ১৭ ধারা অনুসারে আবেদনও করেছেন- সালিশী ট্রাইব্যুনাল ২৩শে জুলাই ২০১৬ তারিখের একটি সাধারণ অন্তর্বর্তী আদেশের মাধ্যমে আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করে – আপিলকারী অবশিষ্ট কাজের জন্য একটি দরপত্র জারি করেন – দরপত্রের নথির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, কারিগরি এবং আর্থিক দরপত্র খোলা হয় – বিবাদী ১৭ই জুলাই ট্রাইব্যুনালের সামনে আবেদন করেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ঝুঁকি এবং খরচে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য ট্রাইব্যুনালের অনুমতি চেয়ে – ট্রাইব্যুনাল আবেদনটি মঞ্জুর করে – হাইকোর্টে আপিলকারীর দায়ের করা আপিল খারিজ করা হয়-আপিলকারীর আবেদন যে বিবাদীকে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার (আরওএফআর) প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া যাবে না - আপিলের ক্ষেত্রে, বহাল: এল-১ এর দরপত্রের সাথে মিলিত হওয়ার বা আরোএফআর প্রয়োগের অধিকার কেবল তখনই কার্যকর হবে যদি বিবাদী আগ্রহী পক্ষের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে - বিবাদীকে তার সিল করা দরপত্র (কারিগরি এবং আর্থিক) জমা দিয়ে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল - দরপত্র নথিতে স্পষ্ট শর্তাবলী থাকা সত্ত্বেও, যার বৈধতা বিরোধিতা করা হয়নি, দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, বিবাদীকে কোনও অধিকার অর্জন করার পক্ষে যুক্তি দিতে শোনা যায়নি - আবেদনে (ধারা ১৭ এর অধীনে বিবাদীর দ্বারা দাখিল করা) এমন কিছু ছিল না যা এমনকি দূর থেকেও ইঙ্গিত করে যে বিবাদী প্রস্তাবিত দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন এবং সর্বনিম্ন দরদাতাকে উদ্দেশ্যপত্র জারি করার আগে আরোএফআর প্রয়োগ করতে পারেন-

ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ১০২৫

বনাম

গ্বালিয়র ঝাঁসি এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড

এই বিষয়ে অব্যাহতি অনুমান করা যাবে না এবং স্পষ্ট হতে হবে - ২৩শে জুলাই, ২০১৬ তারিখের ট্রাইব্যুনালের আদেশ অনুসারে বিবাদীকে আরওএফআর প্রয়োগ করতে বা দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে সর্বনিম্ন দর মেলাতে কোনও স্পষ্ট ছাড় দেওয়া হয়নি - হাইকোর্ট কর্তৃক নিশ্চিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাবে না - সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ - ধারা ৯, ১৭ এবং ৩৭(২)(খ)।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করেছেঃ ১.১ দরপত্রের নথির শর্তাবলী অনুসারে, এল-১-এর দরপত্রের সঙ্গে মিল রাখার বা আরওএফআর প্রয়োগ করার অধিকার তখনই কার্যকর হবে যখন আগ্রহী পক্ষগুলির কাছ থেকে দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। দরপত্র প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য কেবল একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া মেনে চলা নয়, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা এবং ন্যায্য প্রস্তাব বা অর্থের মূল্য পাওয়ার চূড়ান্ত ফলাফল সহ সমস্ত দরপত্রদাতাদের সমান সুযোগ দেওয়া। দরপত্রের নথিতে যোগ্যতার ধারার সরল শব্দ এবং আনুষঙ্গিক শর্তগুলি স্পষ্ট করে দেয় যে উত্তরদাতাকে তার সিল করা দরপত্র (প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক) জমা দিয়ে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। দরপত্রের নথিতে একটি ডিমিং ধারা দেওয়া হয়েছে যে, যদি উত্তরদাতা দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চান, তবে এটি আরইপি-র ৩ থেকে ৬ ধারার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে বলে মনে করা হবে, যেহেতু এটি প্রকল্পের বিদ্যমান ছাড়দাতা, তাই উত্তরদাতাকে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেয় না; বরং নথির শর্তাবলীর মেয়াদ উত্তরদাতাকে অন্যদের সাথে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করে তোলে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং আরও বেশি করে, দরপত্রের নথিতে সুস্পষ্ট শর্ত থাকা সত্ত্বেও, যার বৈধতাকে বিরোধিতা করা হয়নি, উত্তরদাতাকে এই যুক্তি দিতে শোনা যায় না যে এটি কোনও অধিকার অর্জন করেছে। যে সমস্ত সত্ত্বা টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, শুধুমাত্র তারা সংশ্লিষ্ট টেন্ডার দলিলগুলির শর্তাবলী পালন না করার বা লঙ্ঘনের বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারে। যে উত্তরদাতা টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে বিরত ছিল, সে কোনোভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী যোগ্য বিডারদের অধিকারকে হ্রাস করতে পারে না,

যারা লিখিত ও স্পষ্ট শর্তাবলী অনুসারে টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছিল। টেন্ডার প্রক্রিয়ার সমাপ্তির পর, যদি উত্তরদাতা অংশগ্রহণ না করে থাকে, তবে আইনের দৃষ্টিতে যোগ্য বিডারদের জমা দেওয়া প্রস্তাবটিকে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে বিবেচনা করা আবশ্যক। অতএব, যদি উত্তরদাতার দাবি স্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট টেন্ডার দলিলের শর্তাবলী অনুযায়ী বিচার করা হয়, তবে তার কোনো মামলা নেই। [অনুচ্ছেদ ১৮]

১.২। সমগ্র আবেদনে (সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ১৭ ধারার অধীনে উত্তরদাতার দায়ের করা) এমন কিছু নেই যা দূরবর্তীভাবে ইঙ্গিত করে যে, উত্তরদাতা আবেদন করেছিলেন যে তাকে প্রস্তাবিত দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক, এবং সর্বনিম্ন দরদাতাকে অভিপ্রায় পত্র জারি করার আগে আরওএফআর প্রয়োগ করতে পারেন। এই বিষয়ে ছাড় অনুমান করা যায় না। এটি অবশ্যই একটি প্রকাশ্য ছাড় হতে হবে যা অনুরোধ করা হয়েছিল এবং তাই মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং শেষ নথিগুলিতে প্রকাশ করা হয়েছিল। এই ধরনের ছাড় আদালত দ্বারা প্রার্থনা করা এবং স্পষ্টভাবে মঞ্জুর করা উচিত ছিল। এই ধরনের সুস্পষ্ট ছাড়ের অনুপস্থিতিতে, উত্তরদাতা হাইকোর্টের আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আবেদনকারী কর্তৃক প্রকাশ্যে অবহিত দরপত্রের নথির শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য ছিলেন। 'এই জাতীয় অবহিত শর্তাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, উত্তরদাতা ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশের অধীনে প্রদত্ত সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মেলে বা আরওএফআর প্রয়োগ করার সুযোগটি হারিয়েছিলেন। অন্য কোনও মতামত ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। [অনুচ্ছেদ ১৯]

১.৩ এটি উত্তরদাতার ক্ষেত্রে নয় যে, দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে উত্তরদাতাকে একটি সুস্পষ্ট ছাড় দেওয়া হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ থেকে কোনও নীরব বা অন্তর্নিহিত ছাড় দেওয়া যেতে পারে না। প্রথমত, আইনের ১৭ ধারার অধীনে সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা এই নির্দেশ জারি করা যেতে পারে কিনা তা নিজেই বিতর্কিত। তবে, যেহেতু ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশটি অপ্রতিরোধ্য রয়ে গেছে, তাই কেউ সেই দিকটি প্রসারিত করতে চায় না। সন্দেহ নেই, আপিলকারী অর্ডারটি একটি আশাবাদী মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন যে, একটি সঠিক টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীও অংশগ্রহণ করবে, প্রকল্পটির অসমাপ্ত এবং বাকি কাজের জন্য চুক্তি প্রদান করার জন্য।

ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ১০২৭

বনাম

গ্বালিয়র ঝাঁসি এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড

বিষয় প্রকল্পের অসম্পূর্ণ এবং অবশিষ্ট কাজের চুক্তি প্রদানের জন্য অংশগ্রহণ করুন। সেই আদেশ কার্যকর করার জন্য আবেদনকারী কর্তৃক ২৮শে নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে দরপত্র নথি জারি করা হয়েছিল, যা পূর্বোক্ত হিসাবে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরদাতা তার দরপত্র জমা দেবেন বলে আশা করা হয়েছিল। স্বীকারযোগ্য যে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, তা ১০ই ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সালিসী ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রকাশ করা হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, উত্তরদাতা প্রকাশ্যে রাখা দরপত্র নথিগুলি অনুসরণ করার জন্য কোনও সূত্র নেননি বা যত্ন নেননি (যেমন অন্য কোনও দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পর্কিত)। উপরন্তু, উত্তরদাতা ২০১৭-র ৫ই জানুয়ারি কারিগরি দরপত্র আহ্বান এবং ২০১৭-র ২৯শে মার্চ আর্থিক দরপত্র আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করেন এবং আইনের ১৭ ধারার অধীনে একটি আবেদনের মাধ্যমে ২০১৭-র ২৫ শতাংশ এপ্রিল সালিসী ট্রাইব্যুনালে ছুটে যান, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, আগের দিন, এটি তার নজরে এসেছিল যে আবেদনকারী সম্ভবত সর্বনিম্ন দরদাতাকে অভিপ্রায় পত্র জারি করতে পারেন, উত্তরদাতাকে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মেলে ধরার বা আরওএফআর প্রয়োগ করার সুযোগ না দিয়ে। উক্ত আবেদনের বিরোধিতা করার জন্য, উত্তরের হলফনামায় আবেদনকারী দাবি করেছিলেন যে, দরপত্রের নথির শর্তাবলী সম্পর্কে উত্তরদাতা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন এবং তবুও দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উত্তরদাতা কোনও জবাব দাখিল করে উক্ত দাবির বিরোধিতা করার প্রয়োজন মনে করেননি। তা সত্ত্বেও, সালিসী ট্রাইব্যুনাল উত্তরদাতার আবেদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং ২৪ মে, ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উত্তরদাতার আবেদন মঞ্জুর করেছিল। সালিসী ট্রাইব্যুনাল এই সত্য দ্বারা আরও প্রভাবিত হয়েছিল যে, উত্তরদাতা প্রকল্পের যথেষ্ট কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং অবশিষ্ট কাজ শেষ করার জন্য উত্তরদাতাকে অনুমতি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ হবে। সালিসী ট্রাইব্যুনাল ২৩শে জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশটি একটি সম্পূর্ণ এবং নিঃশর্ত আদেশ ছিল কিনা তা নিশ্চিত করার কোনও প্রচেষ্টা করেনি যা দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ না নিয়ে সরাসরি আরওএফআর প্রয়োগের জন্য উত্তরদাতাকে অধিকার দেয়। সালিসী ট্রাইব্যুনাল কেবল আবেদনকারীর আপত্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং এই সিদ্ধান্তে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল যে প্রকল্পে তৃতীয় পক্ষের জড়িত হওয়া গুরুতর সমস্যা তৈরি করবে। এটি মতামত প্রদান করেছিল যে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে সর্বনিম্ন বিডটি মেলানোর এবং বাকি কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ দেওয়া, একটি শর্তে যে সময়ে সময়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন সালিসি ট্রাইব্যুনালে জমা দিতে হবে যাতে নিরীক্ষণ করা যায় যে বাকি কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা এবং এনএইচএআই-এর সন্তুষ্টির জন্য,

এটি একটি সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হবে। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের আইনের মৌলিক নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। [অনুচ্ছেদ ২০]

১.৪। যে কোনও সংস্থা দরপত্র প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকে এবং দরপত্রের নথির সুস্পষ্ট শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, সে সর্বনিম্ন দরপত্রের সঙ্গে মিল রাখার বা আরওএফআর প্রয়োগ করার কোনও অধিকার দাবি করতে পারে না। কেবলমাত্র একজন প্রতিক্রিয়াশীল দরদাতা তা করতে পারে। হাইকোর্ট এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে যে আবেদনকারী ১৯৮৮ সালের আইনের অধীনে একটি কর্পোরেট সংস্থা। এটি প্রকল্পের ভারসাম্য এবং অসম্পূর্ণ কাজ সত্ত্বেও চুক্তি বরাদ্দের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায্য পদ্ধতিতে কাজ করে। ২০১৬ সালের ২৩ জুলাইয়ের সালিসী ট্রাইবুনেলের আদেশের মাধ্যমে উত্তরদাতাকে আরওএফআর প্রয়োগ করতে বা দরপত্র প্রক্রিয়াটি ছাড়াই সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মিলানোর জন্য কোনও স্পষ্ট ছাড় দেওয়া হয়নি। উত্তরদাতার কাছে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বিকল্প ছিল যা উত্তরদাতার কাছে সর্বাধিক পরিচিত কারণগুলির জন্য ব্যবহার করা হয়নি।

উচ্চ আদালত এও উপেক্ষা করেছে যে, টেন্ডার প্রক্রিয়া একটি খালি আনুষ্ঠানিকতা ছিল না এবং এর সূচনার সাথে সাথে, তৃতীয় পক্ষগুলি, যারা বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যদি প্রতিদ্বন্দ্বীকে সর্বনিম্ন বিড মেলানোর বা আরওএফআর প্রয়োগ করার সুযোগ দেওয়া হয়, যদিও টেন্ডার দলিলগুলিতে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা ছিল, কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করেই। উচ্চ আদালত সালিসি ট্রাইব্যুনালের মতো একই ভুল করেছে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাহায্য দেওয়া বা না দেওয়ার মৌলিক বিষয়গুলো ভারতের আইনের মৌলিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। [অনুচ্ছেদ ২১]

১.৫ উচ্চ আদালত কর্তৃক নিশ্চিত হওয়া সালিসী ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। [অনুচ্ছেদ ২৪]

এম/এস রাজ ওয়েস্ট পাওয়ার লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম রাজস্থান

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন এবং অন্যরা ২০১৩ এস. সি. সি

'অনলাইন এ. পি. টি. ই.এল ৪৬ - প্রয়োগযোগ্য নয়।

ভি. এইচ. সি. পি. এল-এ. ডি. সি. সি পিঙ্গালাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড এবং

আরেকজন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা ২০১০ এস. সি. সি অনলাইন ডেল

২৬৮৭-উল্লেখ করা হয়েছে।

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৩২৮৮

২০১৭ সালের এআরবি এ (কমিশন) নং ২০-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের ২১.০৮.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

কে কে ভেনুগোপাল, এজি, সুশ্রী কনিকা ট্যান্ডন, সুশ্রী মধু শ্বেতা, রোহিত ভাট, সুশ্রী আস্থা ত্যাগী, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা। মুকুল রোহাতগী, সিনিয়র আইনজীবী, দীপক খুরানা, মণালি সিঙঘাল, তেজস্বী আনন্দ, উমেশ কুমার খৈতান, আইনজীবী, উত্তরদাতার পক্ষে। 'আদালতের রায়টি দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল

এ. এম. খানউইলকর, বিচারপতি দ্বারা। এই আপিলটি দিল্লি উচ্চ আদালতের ২১ আগস্ট ২০১৭ তারিখের সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত, যা আপিল এআরবিএ (কমি) নং ২০/২০১৭ সম্পর্কিত। ওই আপিলে, আপিলকারী সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (সংক্ষেপে, "আইন") এর ৩৭(২)(খ) ধারার অধীনে, ২৪ মে, ২০১৭ তারিখে সালিসি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পারিত আদেশটিকে বাতিল করার জন্য আবেদন করেছিলেন, যা আইন এর ১৭ ধারার অধীনে দেওয়া হয়েছিল। সালিসি ট্রাইব্যুনাল ২৪ মে, ২০১৭ তারিখে উত্তরদাতাের (মামলার আবেদনকারী) আবেদন মঞ্জুর করে, যা আইন এর ১৭ ধারার অধীনে আপিলকারীর কাছে নির্দেশনা প্রদান করতে চেয়েছিল যাতে উত্তরদাতাকে সর্বনিম্ন বিড মেলানোর সুযোগ দেওয়া হয়, যা সালিসি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখে প্রেরিত আদেশের শর্ত অনুযায়ী এবং প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়ার অধিকার ("আরোএফআর") কার্যকর করার সুযোগ এবং অন্যান্য পরবর্তী প্রতিকার।

২। অপ্রয়োজনীয় বিবরণের মধ্যে, প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য হল যে আবেদনকারী (ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৮-এর অধীনে গঠিত একটি কর্পোরেট সংস্থা) উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ রাজ্যে নির্দিষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে ১৬,০০০ কিলোমিটারের বিদ্যমান দুই লেনের অংশকে চার লেনে উন্নীত করার কাজের জন্য উত্তরদাতার (অ্যাপোলো এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এবং ডি. এস. কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের সমন্বয়ে গঠিত একটি কনসোর্টিয়াম) সঙ্গে ১৭ই ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে একটি ছাড় চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

আপীলকারী দাবি করেছেন যে যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্ট, উপাদান এবং জনবলের অপর্যাপ্ত মোতায়েনের কারণে উত্তরদাতা প্রয়োজনীয় গতিতে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উত্তরদাতা মাত্র ৬২ শতাংশ অগ্রগতি অর্জন করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ২০১২ সালের মার্চ মাসে প্রকল্পের স্থানটি পরিত্যাগ করেছিলেন। অতএব, আবেদনকারীকে ১৯ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের একটি নিরাময় পিরিয়ড বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হয়েছিল যাতে উত্তরদাতাকে বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে 'পৌঁছনো' নিরাময় করতে হয়, যা ব্যর্থ হলে আবেদনকারীকে ছাড় চুক্তির শর্তাবলীর শর্তে চুক্তি বাতিল করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা হতে পারে। উত্তরদাতা লিখিত উত্তরের মাধ্যমে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিের সঠিকতা অস্বীকার করেছিলেন। এরপর আবেদনকারী ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ এবং ৭ই মার্চ, ২০১৪ তারিখে ছাড় চুক্তির সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তি জারি করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে চিঠি জারি করেন। ২০১৩ সালের ১৯শে অক্টোবরের নিরাময় সময়সীমা বিজ্ঞপ্তি এবং সমাপ্তি বিজ্ঞপ্তি জারি করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তিটি স্থগিত করার জন্য আইনের ৯ নম্বর ধারার অধীনে একটি পিটিশন দায়ের করে উত্তরদাতা অবিলম্বে আদালতে ছুটে যান। দিল্লি হাইকোর্ট ১২ই মার্চ, ২০১৪ তারিখে আবেদনকারীকে কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রেখে একটি অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করে। আইনের ৯ ধারার অধীনে আবেদনটি অবশেষে ২২ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে নিষ্পত্তি করা হয় সালিসী ট্রাইব্যুনালকে একটি নির্দেশ দিয়ে, যা ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে গঠিত হয়েছিল, যে সালিসী কার্যধারার মুলতুবি থাকার সময় ১২ মার্চ, ২০১৪ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ অব্যাহত থাকবে এবং পক্ষগুলিকে সালিসী ট্রাইব্যুনালের সামনে এর সংশোধন বা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

৩।আপিলকারী ৮ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে আইন এর ১৭ ধারার অধীনে সালিসি ট্রাইব্যুনালের কাছে একটি আবেদন পেশ করেন, যাতে প্রকল্পের বাকি কাজ সম্পন্ন করার অনুমতি চাওয়া হয়, কারণ এটি ট্রাফিক জ্যাম, বিপজ্জনক হাইওয়ে, খরচের বৃদ্ধি, যানবাহনের অতিরিক্ত ক্ষয়-ক্ষতি এবং বিশেষত জনগণের জন্য জাতীয় ক্ষতির কারণে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করছিল। উত্তরদাতাও ১৭ মে, ২০১৬ তারিখে আইন এর ১৭ ধারার অধীনে একটি আবেদন পেশ করেন, যাতে আপিলকারীর বিরুদ্ধে প্রকল্পের বাকি কাজ সম্পন্ন করতে উত্তরদাতার ঝুঁকি ও খরচে ৪০০ কোটি টাকা প্রদানের জন্য সাময়িক নির্দেশনা চাওয়া হয়। উত্তরদাতার আবেদনটি থেকে দাবি করা প্রতিকারগুলো ছিল এইরূপ:

ক) বর্তমান আবেদন মঞ্জুর করুন এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে দাবিদারকে প্রকল্পের অবশিষ্টাংশ/অবশিষ্ট কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য দাবিদারকে ঝুঁকি এবং ব্যয়ে ৪০০ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য উত্তরদাতাকে নির্দেশ দিন;

খ) বিকল্পভাবে এবং কঠোরভাবে প্রার্থনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই (ক) অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে, প্রকৌশল ক্রয় ও নির্মাণ ভিত্তিতে ছাড় চুক্তির অধীনে অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য দরপত্র/দরপত্র আহ্বান করার অনুমতি দিন, তবে দাবিদারকে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মেলে প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার দেওয়া হবে এবং যদি দাবিদার উক্ত সর্বনিম্ন দরপত্রের অনুমতিপত্রের সাথে মেলে তবে প্রকৌশল ক্রয় ও নির্মাণ ভিত্তিতে আমন্ত্রিত দরপত্র/দরপত্রের শর্তাবলী, যদি থাকে, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি প্রদানের জন্য;

গ) বিকল্পভাবে এবং কঠোরভাবে প্রার্থনা (ক) ও (খ)-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে, অভিযান্ত্রিক ক্রয় ও নির্মাণ ভিত্তিতে অবশিষ্ট কাজের চুক্তি প্রদানের আগে ক্ষেত্রে উত্তরদাতাকে তাদের ১৯.০১.২০১৬ তারিখের চিঠি এবং ০৯.০৬.২০১৫ তারিখের সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করার নির্দেশ দিন, দাবিকারীর প্রকল্প ঋণদাতারা উত্তরদাতাকে প্রথম চার্জ দিতে সম্মত হন;

এই ধরনের আরও আদেশ এবং অন্যান্য ত্রাণ (গুলি) পাস করুন যা এই 'মাননীয়' ট্রাইব্যুনাল মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে উপযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত, প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৪. সালিসী ট্রাইব্যুনালের সামনে পূর্বোক্ত কার্যধারা বিচারাধীন থাকাকালীন, ২০১৬ সালের ১৯শে এপ্রিল এন. এইচ. এ. আই-এর সদর দপ্তরের চেম্বার অফ মেম্বার (পি)-এ মন্ত্রীদের ১৫ই মার্চের বৈঠক অনুযায়ী গোয়ালিয়র-ঝাঁসি প্রকল্পের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও সমাপ্তির জন্য একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যাতে আর বিলম্ব না করে কাজ পুনরায় শুরু করা যায়। ২০১৬ সালের ২৭শে এপ্রিল উক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে আরেকটি বৈঠক ডাকা হয়, যার ফলে মামলার শুনানি ১৮ই মে, ২০১৬ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়। স্থগিত তারিখে, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী ১৯শে এপ্রিল, ২০১৬ এবং ২৭শে এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্যবিবরণীগুলির উপর নির্ভর করেন। এরপর আবেদনগুলির শুনানি ২৯শে মে, ২০১৬ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়, কারণ আবেদনকারীর কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ২৪ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ শেষ করার জন্য উত্তরদাতা একটি নির্মাণ-সংযুক্ত আর্থিক পরিকল্পনা জমা দিয়েছেন। আবেদনকারী ২০১৬ সালের ২৮শে মে উত্তরদাতার জমা দেওয়া প্রস্তাবের জবাব দাখিল করেন। আপিলকারী

দাবি করেছেন যে, উত্তরদাতার দ্বারা করা আর্থিক পরিকল্পনা ১৯ জুন, ২০১৫ তারিখের এনএইচএআই সার্কুলারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই সময়ে, ২৫ মে, ২০১৬ তারিখে, উত্তরদাতা আপিলকারীর ১৭ ধারার অধীনে করা আবেদনটির জবাব জমা দেয়। আপিলকারী বলেছিলেন যে, তিনি প্রকল্পটি সম্পন্ন করার জন্য তহবিল প্রদান করতে রাজি, তবে এনএইচএআই-এর প্রথম চার্জ শর্ত সহ, বৃহত্তর জনগণের স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে। উত্তরদাতা আপিলকারীর প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে আপিলকারী কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলীও ছিল। আপিলকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত শর্তাবলী সালিসি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নীচে উল্লিখিত হয়েছে:

"(i) যেহেতু বিবাদী একটি পাবলিক সংস্থা, তাই সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ থেকে বঞ্চিত করা হলে, তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে দাবিদার/ছাড়দাতা কর্তৃপক্ষকে দরপত্রের পরিমাণের ২ শতাংশ টাকা প্রদান করবেন, যার মধ্যে ৭৫শতাংশ সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রদান করা হবে। এটি পক্ষগুলির দ্বারা সম্মত এবং মডেল ছাড় চুক্তি (এমসিএ) এর উপর ভিত্তি করে ছাড় চুক্তিতে প্রদত্ত লাইন অনুসারে।

ii) সমপরিমাণ পরিমাণের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান না করে বিবাদী কোনও 'মোবিলাইজেশন অ্যাডভান্স' প্রদান করবেন না। অগ্রিমটি প্রচলিত ব্যাংক সুদের চেয়ে 2 শতাংশ বেশি হারে সুদে প্রদান করা হবে।

(iii) নির্মাণ চুক্তির জন্য এল. ও. এ-র তারিখ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে দাবিদার কাজটি সম্পন্ন করবেন।

(iv) নির্মাণ চুক্তির শর্তাবলী ছাড় চুক্তির কোনও শর্তাবলীর বিকল্পের পাশাপাশি হবে না। কোনও বৈষম্যের ক্ষেত্রে ছাড় চুক্তির শর্তাবলী প্রাধান্য পাবে

(v) নির্মাণের নির্দিষ্টকরণ এবং গুণমান ছাড় চুক্তিতে নির্ধারিতের চেয়ে কম হবে না।

(vi) উত্তরদাতা ব্যয় এবং ক্ষতির জন্য ফলস্বরূপ অতিরিক্ত দাবি সামনে আনতে স্বাধীন থাকবেন।

উত্তরদাতা, আইনজীবীর মাধ্যমে, সালিসি ট্রাইব্যুনালকে অবহিত করেছেন যে বিবাদী শর্ত নং (ii) ব্যতীত উপরে উল্লিখিত শর্তগুলি গ্রহণ করবেন।

৫। ২০১৬ সালের ২৮শে মে সালিসী ট্রাইব্যুনাল যুক্তিগুলি শুনেছিল। আইনের ১৭ ধারার অধীনে পক্ষগুলির দ্বারা দায়ের করা আবেদনটি আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, আবেদনকারী ২৫শে মে, ২০১৬ তারিখে তার উত্তর সংশোধনের জন্য আইনের ২৩ ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন যাতে তাতে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য (খ) ২৮শে মে, ২০১৬ তারিখের কার্যপ্রণালী আদেশ নং ৯-এর পরিবর্তনের জন্য তার আবেদন গ্রহণযোগ্যতা প্রত্যাহার করা হয়। অবশেষে, সালিসী ট্রাইব্যুনাল ২৩শে জুলাই, ২০১৬ তারিখের একটি সাধারণ আদেশের মাধ্যমে আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করে। এটি তার আবেদনের প্রার্থনা ধারা (খ)-এর শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতার দাবি করা ত্রাণ গ্রহণ করে, যা উপরের অনুচ্ছেদ ৩-এ পুনরুত্পাদন করা হয়েছে।

৬। সালিসী ট্রাইব্যুনাল উত্তরের হলফনামায় উল্লিখিত তার আগের প্রস্তাব থেকে প্রত্যাহার করার জন্য আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। সালিসী ট্রাইব্যুনাল অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

এনএইচএটি আমাদের সামনে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নিয়েছিল যে তারা (ক) দাবিদার দ্বারা করা অনুরোধে সম্মত হবে না। ট্রাইব্যুনাল তাই এনএইচএআই-কে পরীক্ষা করার এবং প্রার্থনার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আসার জন্য সময় দিয়েছে (খ) এবং এনএইচএআই-এর দ্বারা প্রস্তাবিত একতরফা শর্তে, ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ১৮ই মে ২০১৬-তে একটি আদেশ পাস করা হয়েছিল। এনএইচএএল দ্বারা নির্ধারিত শর্তগুলি দেখা যায়, সিসিইএ দ্বারা ১৩ই মে, ২০১৫-তে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যা পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে আরও কঠোর, বিশেষত ১৪ই অক্টোবর, ২০১৫-এ সিসিইএ-র সিদ্ধান্তে, যেখানে সিসিইএ-তে বলা হয়েছিল যে নির্মাণের পরে, এনএইচএআই, ঋণদাতা এবং ছাড়দাতার মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি কার্যকর করার মাধ্যমে দ্বি-বার্ষিক ঋণ আদায় করা যেতে পারে। সি. সি. ই. এ দ্বারা অনুমোদিত নীতিটি শুধুমাত্র এন. এইচ. এ. আই, নাগরিক এবং ভ্রমণকারীদেরই নয়, ছাড়ভোগীদেরও স্বাচ্ছন্দ্যের স্তরের কথা বিবেচনা করে। আমাদের এটি গ্রহণ করতে হবে যে, সি. সি. ই. এ দ্বারা গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং ৯ই জুন, ২০১৫ তারিখের সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে দাবিদারদের এককালীন তহবিল প্রবর্তনের যোগ্যতা সহ সমস্ত দিক বিবেচনা করার পরে, এন. এইচ. এ. আই বিভিন্ন শর্তের পরামর্শ দিয়েছিল এবং সেই সমস্ত শর্তগুলি দাবিদার দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে এন. এইচ. এ. এল দ্বারা জমা করা অগ্রিম সংগ্রহের জন্য ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি। আমরা মনে করি যে নিঃশর্ত ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি সরবরাহ করে, এন. এইচ. এ. আই-এর স্বার্থও সুরক্ষিত।

আমরা দেখতে পাই যে এন. এইচ. এ. আই-এর কোনও মামলা নেই যে দাবিদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বা এটি অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে অক্ষম। আমাদের দৃষ্টিতে, এটি জনস্বার্থে হবে না যদি অবশিষ্ট কাজটি তৃতীয় পক্ষকে বরাদ্দ করা হয় এবং ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, কেউ একই আদেশ পাস করার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে পারে না, এমনকি যদি এন. এইচ. এ. আই-কে তার দ্বারা প্রস্তাবিত একতরফা শর্ত প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হয়।

ট্রাইব্যুনাল ২০১৬ সালের ২৫শে মে তার আদেশে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে কেবলমাত্র দাবিদার যদি এনএইচএআই দ্বারা নির্ধারিত সমস্ত শর্তে সম্মত হন, তবে দাবিদারকে অবশিষ্ট কাজ শেষ করার অনুমতি দেওয়া হবে। দাবিকারী এখন ট্রাইব্যুনালের সামনে একটি হলফনামা দাখিল করেছেন যে, এনএইচএআই কর্তৃক নির্ধারিত সকল শর্ত তাদের গ্রহণযোগ্য, এবং যেহেতু এটি বাস্তব অবস্থা, আমরা মনে করি না যে এনএইচএআই কর্তৃক ২৫ মে, ২০১৬ তারিখে দাবিকারীর ১৭ ধারার আবেদনকে উত্তর দেওয়ার সময় একপাক্ষিকভাবে প্রস্তাবিত শর্তগুলি প্রত্যাহার করার জন্য আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী করা আবেদনটি গ্রহণ করা উচিত।

আমরা এটাও মনে করি যে, ২০১৬ সালের ২৮শে মে তারিখের পদ্ধতিগত আদেশ নং ৯-এর সংশোধনের জন্য বর্ণিত কারণগুলি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে টিকিয়ে রাখা যায় না এবং আমরা এই যুক্তি মেনে নেওয়া কঠিন বলে মনে করি যে, ১৭ নং ধারায় দাবিদার কর্তৃক প্রদত্ত বিকল্প প্রার্থনায় (খ) এন. এইচ. এ. আই দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট শর্তগুলি মনের প্রয়োগ ছাড়াই করা হয়েছে বা তথাকথিত 'উচ্চতর ব্যবস্থাপনা' এই সালিশ কার্যক্রমের মুলতুবি থাকার পাশাপাশি পক্ষগুলির দ্বারা দায়ের করা ১৭ নং ধারার আবেদন এবং এন. এইচ. এ. টি-র সদর দফতরে এই বিষয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠক এবং লিড ব্যাঙ্ক, দাবিদার এবং এন. এইচ. এ. আই-এর কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ এবং সি. সি. ই. এ দ্বারা নির্ধারিত নীতির অর্থ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত ছিল না। ধারা ১৭-এ এনএইচএআই-এর আবেদন খারিজ হয়ে যাবে এবং ধারা ১৭-এ দাবিদার কর্তৃক করা আবেদন এনএইচএএল-এর শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদিত হবে।

এন. এইচ. এ. আই-কে আজ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে এই আদেশের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এক মাসের মধ্যে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য, দাবিদারকে প্রার্থনা গ্রহণের জন্য এন. এইচ. এ. আই-এর দ্বারা আরোপিত শর্তগুলি যথাযথভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (খ)। দাবিকারীকে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে,

সে ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তার দ্বারা সম্পাদিত বাকি কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন জমা দেবে, যা এই ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।দাবিদারকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এন. এইচ. এ. আই-এর দ্বারা জমা করা অগ্রিমের উপর একটি জাতীয়করণকৃত ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৭ ধারার আবেদন এবং আইনের ২৩ ধারার অধীনে এন. এইচ. এ. আই-এর করা আবেদন উভয়ই উপরের মতো নিষ্পত্তি করা হয়েছে, মূল বিষয়ে পক্ষগুলির দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত যুক্তি সংরক্ষণ করা হয়েছে।

'এই আদেশের পাশাপাশি নথিবদ্ধ করা পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফলগুলি মূল বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না।

৭. আপিলকারী সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত পূর্বোক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি মেনে নেন এবং এটিকে চূড়ান্ততা অর্জনের অনুমতি দেন। কারণ, বিষয় প্রকল্পটি বিল্ড অপারেট অ্যান্ড ট্রান্সফার ("বিওটি") ভিত্তিতে ছিল, প্রকল্প সম্পর্কিত বা অবশিষ্ট কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দ্বারা ব্যয় করা যে কোনও পরিমাণ ছাড়দাতা (উত্তরদাতা) দ্বারা প্রতিদানযোগ্য ছিল।

৮। তদনুসারে আবেদনকারী ২৮শে নভেম্বর, ২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বকেয়া কাজের জন্য একটি দরপত্র জারি করেন, যা ১০ই ডিসেম্বর, ২০১৬-র শুনানির সময় সালিসী ট্রাইব্যুনালের নজরে আনা হয়েছিল। দরপত্রের বিজ্ঞপ্তিটি পাবলিক ডোমেইনে রাখা হয়েছিল, যেমন অন্যান্য দরপত্র প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে করা হয়। দরপত্রের নথির প্রাসঙ্গিক কিছু ধারা 'আমাদের সামনে ইস্যু' বিবেচনা করার জন্য যথাযথভাবে পুনরুত্পাদন করা যেতে পারে। দরপত্রের জন্য আমন্ত্রণ ("আইএফবি") সম্পর্কিত প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত নথিতে দেওয়া সারণিতে বর্ণিত অবশিষ্ট কাজ নির্মাণ ও সমাপ্তির জন্য যোগ্য দরদাতাদের কাছ থেকে সিল করা দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল (প্রযুক্তিগত ও আর্থিক), ধারা (১)-এ বলা হয়েছে যে দরদাতাদের যোগ্যতা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে, দ্বিতীয় অংশে আর্থিক দরপত্র কেবল সেই দরদাতাদের জন্য খোলা হবে যাদের প্রযুক্তিগত দরপত্র প্রস্তাবের অনুরোধ ("আরএফপি") অনুসারে যোগ্যতা এবং যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। আরও, আইএফবি-র ধারা (৭) এইভাবে পড়েঃ

৭. দরদাতারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে পারেনঃ

এই আরএফপি-তে বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও, মাননীয় আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুসারে, যদি চার লেন প্রকল্পের (এনএইচ-৭৫-এর গোয়ালিয়র-ঝাঁসি অংশের) বোট-অ্যানুইটি কনসেশনার (এম/এস গোয়ালিয়র ঝাঁসি এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড) একজন প্রতিক্রিয়াশীল দরদাতা হন,

তাহলে কনসেশনার নির্বাচনের মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মিল করার বিকল্প থাকবে, কর্তৃপক্ষকে দরপত্রের পরিমাণের 2 শতাংশ (দুই শতাংশ) প্রদান সাপেক্ষে এবং তারপরে নির্বাচিত দরদাতা হয়ে উঠবেন। ....."

(জোর দেওয়া হয়েছে)

দরপত্র নথির ধারা ১-তে দরদাতাদের জন্য নির্দেশাবলীর দরপত্র নথির পদ্ধতি সম্পর্কে দরপত্রদাতাদের যোগ্যতা (৩) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

"৩. যোগ্য দরদাতারা

৩.১। দরদাতাদের যোগ্যতা তাদের সাধারণ এবং নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা, আর্থিক অবস্থান, কর্মী এবং সরঞ্জামের ক্ষমতা এবং আবেদনকারীর প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রদর্শিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কিত পাস/ব্যর্থতার মানদণ্ড পূরণের উপর ভিত্তি করে, সংযুক্ত ফর্মগুলিতে।

৩.২। দরপত্রের জন্য এই আমন্ত্রণটি নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা পূরণকারী দরদাতাদের জন্য উন্মুক্তঃ-

ক) xxx xxx xxx

খ) xxx xxx xxx

গ) xxx xxx xxx

ঘ) xxx xxx xxx

(ঙ) এই আরইপি-তে বিপরীত কিছু থাকা সত্ত্বেও, মাননীয় আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুসারে, যদি চার লেন প্রকল্পের (এন এইচ-৭৫-এর গোয়ালিয়র-ঝাঁসি অংশের) বোট-অ্যানুইটি কনসেশনার (এম/এস গোয়ালিয়র ঝাঁসি এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড) একজন প্রতিক্রিয়াশীল দরদাতা হন, তাহলে কনসেশনারকে নির্বাচনের মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মিলিত হওয়ার বিকল্প থাকবে, কর্তৃপক্ষকে দরপত্রের পরিমাণের ২ শতাংশ (দুই শতাংশ) প্রদান সাপেক্ষে এবং তারপরে নির্বাচিত দরদাতা হয়ে উঠবেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত পরিমাণের (অবৈধ) ৫ শতাংশ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদান করা হবে। সন্দেহ এড়ানোর জন্য, এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে অযোগ্য নির্বাচিত দরদাতার জন্য সর্বনিম্ন দরদাতার দ্বারা ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণ, লাভের ক্ষতি ইত্যাদির জন্য কোনও দাবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না।

(চ) এই আরএফপি-তে যে কোনো বিরোধী শর্ত সত্ত্বেও, বোট-অ্যানুইটি কনসেশনেয়ার (এম/এস গ্বালিয়র ঝাঁসী এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড) যদি বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তবে তা আরএফপি-র প্রকরণ ৩ থেকে ৬ পর্যন্ত সমস্ত শর্ত পূর্ণ করতে হিসেবে গণ্য হবে, কারণ এটি চার লেন প্রকল্পের (এন এইচ-৭৫ এর গ্বালিয়র-ঝাঁসী সেকশন) বিদ্যমান কনসেশনেয়ার।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

আবার ২৬ নং প্রকরণে বলা হয়েছেঃ

"২৬. কারিগরি দরপত্র পরীক্ষা এবং কারিগরি দরপত্রের প্রতিক্রিয়াশীলতা নির্ধারণ

XXX XXX XXX

২৬. ৮ এর বিপরীতে যা-ই থাকুক না কেন, আর. এফ. পি, মাননীয়া সালিসী ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুযায়ী, যদি ফোর লেন প্রকল্পের (এন. এইচ-৭৫-এর গোয়ালিয়র-ঝাঁসি অংশের) বি. ও. টি-আনুইটি ছাড়দাতা (এম/এস গোয়ালিয়র ঝাঁসি ১ এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড)-ও একজন প্রতিক্রিয়াশীল দরদাতা হন, তবে ছাড়দাতার কাছে কর্তৃপক্ষের কাছে দরপত্রের পরিমাণের ২ শতাংশ (দুই শতাংশ) প্রদান সাপেক্ষে, নির্বাচনের মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মিল রাখার বিকল্প থাকবে এবং তারপরে নির্বাচিত দরদাতা হয়ে উঠবেন, এই পরিমাণের মধ্যে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত এফ, সর্বনিম্ন দরদাতাকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণের ৭৫ শতাংশ প্রদান করবে। সন্দেহ এড়ানোর জন্য, এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে অযোগ্য নির্বাচিত দরদাতাদের জন্য সর্বনিম্ন দরদাতাদের দ্বারা ক্ষতিপূরণ, ক্ষতি, লাভের ক্ষতি ইত্যাদির কোনও দাবি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৬. ৯ এই আরএফপি-তে যে কোনো বিরোধী শর্ত সত্ত্বেও, বোট-অ্যানুইটি কনসেশনেয়ার (এম/এস গ্বালিয়র ঝাঁসী এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড) যদি বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তবে তা আরএফপি-র প্রকরণ ৩ থেকে ৬ পর্যন্ত সমস্ত শর্ত পূর্ণ করতে হিসেবে গণ্য হবে, কারণ এটি চার লেন প্রকল্প (এনএইচ-৭৫ এর গ্বালিয়র-ঝাঁসী ধারা) এর বিদ্যমান কনসেশনেয়ার।

২৭. আর্থিক দরপত্র খোলা।

XXX XXX, XXX, XXX,

২৭. ৫ এর বিপরীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, আর. এফ. পি, মাননীয়া সালিসী ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুযায়ী, যদি চার লেনের প্রকল্পের (গোয়ালিয়র-ঝানঃ এন. এইচ-৭৫-এর অংশ) বি. ও. টি-আনুইটি ছাড়দাতা (মেসার্স গোয়ালিয়র ঝাঁসি এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড)-ও একজন প্রতিক্রিয়াশীল দরদাতা হন, তবে ছাড়দাতার কাছে কর্তৃপক্ষের কাছে দরপত্রের পরিমাণের ২ শতাংশ (দুই শতাংশ) প্রদান সাপেক্ষে, নির্বাচনের মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মিল রাখার বিকল্প থাকবে এবং তারপরে নির্বাচিত দরদাতা হয়ে যাবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত পরিমাণের মধ্যে, সর্বনিম্ন দরদাতাকে ৭৫ শতাংশ অর্থ প্রদান করা হবে। সন্দেহ এড়ানোর জন্য, স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, অযোগ্য নির্বাচিত দরদাতার জন্য সর্বনিম্ন দরদাতা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিপূরণ, লাভের ক্ষতি ইত্যাদির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

২৭. ৬ এর বিপরীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, বিওটি-বার্ষিকী ছাড়ভোগী (মেসার্স গোয়ালিয়র ঝাঁসি এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড)-এর যোগ্যতা ও যোগ্যতার উদ্দেশ্যে আরএফপি, যদি দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে, তবে এটি আরএফপি-র ৩ থেকে ৬ ধারার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে বলে মনে করা হবে, কারণ এটি চার লেনের প্রকল্পের (এনএইচ-৭৫-এর গোয়ালিয়র-ঝাঁসি বিভাগ) বিদ্যমান ছাড়দাতা।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩০ নং প্রকরণে এটি এইভাবে পালন করা হয়েছেঃ

৩০. আর্থিক দরপত্র পরীক্ষা এবং আর্থিক দরপত্রের প্রতিক্রিয়াশীলতা নির্ধারণ

XXX XXX XXX,

৩০. ৪ এর বিপরীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, আর. এফ. পি., মাননীয়া সালিসী ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুযায়ী, যদি চার লেনের প্রকল্পের (এন. এইচ-৭৫-এর গোয়ালিয়র ঝাঁসি অংশের) বি. ও. টি-আনুইটি ছাড়দাতা (মেসার্স গোয়ালিয়র ঝাঁসি এক্সপ্রেসওয়ে লিমিটেড)-ও একজন প্রতিক্রিয়াশীল দরদাতা হন, তবে ছাড়দাতার কাছে নির্বাচন, মানদণ্ডের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দরের সঙ্গে মিল রাখার বিকল্প থাকবে, যা কর্তৃপক্ষকে দরপত্রের পরিমাণের ২ শতাংশ (দুই শতাংশ) প্রদান সাপেক্ষে হবে এবং তারপর নির্বাচিত দরদাতা হয়ে যাবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থের ৭৫ শতাংশ ন্যূনতম দরদাতাকে প্রদান করা হবে। সন্দেহের অবশানকল্পে, এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সর্বনিম্ন বিডারের পক্ষ থেকে নির্বাচিত বিডার হিসেবে বিবেচিত না হওয়ার জন্য

ক্ষতিপূরণ, ক্ষতি, মুনাফার ক্ষতি ইত্যাদি সম্পর্কিত কোনো দাবি কর্তৃপক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩০.৫ এর বিপরীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, বি. ও. টি-বার্ষিকী ছাড়ভোগী (মেসার্স গোয়ালিয়র ঝাঁসি এক্সপ্রেসঃ লিমিটেড)-এর যোগ্যতা ও যোগ্যতার উদ্দেশ্যে আর. এফ. পি, যদি দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে, তবে এটি আর. এফ. পি-র ৩ থেকে ৬ ধারার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে বলে মনে করা হবে, কারণ এটি চার লেনের প্রকল্পের (এন. এইচ-৭৫-এর গোয়ালিয়র-ঝাঁসি বিভাগ) বিদ্যমান ছাড়দাতা।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৯. ই-টেন্ডার পোর্টাল ২০১৬-তে আপলোড করা দরপত্রের নথির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৭-র ৫ই জানুয়ারি প্রযুক্তিগত দরপত্র খোলা হয় এবং ২০১৭-র ২৯শে মার্চ আর্থিক দরপত্র খোলা হয়। এর পরেই ২০১৭-র ২৫শে এপ্রিল উত্তরদাতা আইনের ১৭ ধারার অধীনে সালিসী ট্রাইবুনেলে আবেদন করেন, যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ঝুঁকি ও ব্যয়ে অবশিষ্ট কাজ শেষ করার জন্য সালিসী ট্রাইবুনেলে অনুমতি চাওয়া হয়। উক্ত আবেদনে বলা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন যে, তিনি ২০১৬-র ২৩শে জুলাইয়ের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আরওএফআর-এর বিকল্প ব্যবহার করার এবং সর্বনিম্ন দরপত্রের সঙ্গে মিলানোর সুযোগ পাবেন। যাইহোক, তার সম্পূর্ণ হতবাক, বিস্ময় এবং হতাশার জন্য, আগের দিন (আবেদন দাখিল করার আগে) এটি নির্ভরযোগ্যভাবে জানা গিয়েছিল যে আপিলকারী উত্তরদাতার পিছনে এবং অত্যন্ত গোপনীয় এবং অস্বচ্ছ পদ্ধতিতে এল-আই দরপত্রের পক্ষে এলওইউ এলওএ জারি করে দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। উক্ত দাবির ভিত্তিতে, আইনের ১৭ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদনে উত্তরদাতা এইভাবে অনুরোধ করেছিলেন

ক) বর্তমান আবেদনটিকে অনুমতি দিন এবং এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ২৩.০৭.২০১৬ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দাবিদারকে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মেলানোর জন্য প্রত্যাখ্যানের প্রথম অধিকার দেওয়ার জন্য উত্তরদাতাকে নির্দেশ দিন;

(খ) বর্তমান আবেদনের শুনানি এবং নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, একটি একতরফা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করুন, যাতে উত্তরদাতাকে এলওএল/এলওএ জারি না করার বা কাজগুলি প্রদান না করার নির্দেশ দেওয়া হয় বা কোনও পক্ষের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, উত্তরদাতা দ্বারা ২৮.১১.২০১৬-এ প্রকাশিত দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে;

(ক) প্রার্থনা নিশ্চিত করুন (খ) বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরে;

৪) এই ধরনের আরও আদেশ এবং অন্যান্য ত্রাণ (গুলি) পাস করুন যা এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে উপযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত, প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে।

১০। আবেদনকারী একটি প্রত্যুত্তরের হলফনামা দাখিল করে এই আবেদনটির বিরোধিতা করেন। আবেদনকারী জোর দিয়ে বলেন যে, উত্তরদাতা পুরো সময়কালে নীরব থাকা বেছে নিয়েছেন এবং শুধুমাত্র দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সময় বিলম্বিত পর্যায়ে, এটি পুরো প্রক্রিয়াটি স্থগিত করার অভিপ্রায় নিয়ে আবেদনটি দাখিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য নয়। আবেদনকারী আরও জোর দিয়ে বলেন যে, দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে উত্তরদাতা যে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মিলানোর অধিকার পাবেন তা অগ্রহণযোগ্য। উপরন্তু, এই ধরনের একটি আবেদন মূল সালিশ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি বিলম্বিত করবে যা এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল। এইভাবে আবেদনকারী বলেন যে, আর. ও. এফ. আর শুধুমাত্র তখনই আহ্বান করা যেতে পারে যদি সে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। আবেদনকারী দরপত্রের নথির শর্তাবলীর দিকে ইঙ্গিত করেন যা দ্ব্যর্থহীনভাবে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য উত্তরদাতাকে বাধা দেয়, এই সত্যের সাথে যে সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা কোনও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়নি যাতে উত্তরদাতাকে বিপরীতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনও অধিকার বা পদক্ষেপের কারণ দেওয়া যায়। আবেদনকারী সালিসী ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ করেন যে এটি দরপত্র প্রক্রিয়াটিকে তার যৌক্তিক সমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

১১. স্বীকারযোগ্যভাবে, উত্তরদাতার হলফনামায় আবেদনকারীর দ্বারা নেওয়া নির্দিষ্ট আবেদনের জন্য উত্তরদাতার দ্বারা কোনও জবাব দাখিল করা হয়নি যে দরপত্রের নথিতে শর্ত সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও, দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য উত্তরদাতার কাছে সর্বাধিক পরিচিত মরশুমগুলির জন্য এটি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১২। সালিসী ট্রাইব্যুনাল ২৪ মে, ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উত্তরদাতার দ্বারা পছন্দ করা আবেদনের অনুমতি দেয় ঃ

ট্রাইব্যুনাল পক্ষগুলির দ্বারা প্রস্তাবিত ১৭টি আবেদন উভয়ই পরীক্ষা করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছে যে দাবিদার ৬৫ শতাংশেরও বেশি কাজ সম্পন্ন করেছে, যদিও এনএইচএআই এই অবস্থান নিয়েছে যে শারীরিক অগ্রগতি মাত্র ৬২.১৩ শতাংশ। দাবিদার এই অবস্থান নিয়েছিলেন যে এটি ৭৩ শতাংশেরও বেশি কাজ সম্পন্ন করেছে। এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে, দাবিদার এত অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করেছেন এবং একই সাথে এনএইচএএল-এর স্বার্থ রক্ষা করে,

ট্রাইব্যুনাল ২৩.৭.২০১৬ তারিখের আদেশ জারি করে উত্তরদাতাকে সর্বনিম্ন দরপত্রের সঙ্গে মিল রেখে দাবিদারকে প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ট্রাইব্যুনাল আরও অনুভব করে যে তৃতীয় পক্ষের সম্পৃক্ততাও আরও সমস্যা তৈরি করবে। তাই, ট্রাইব্যুনাল আদেশ দেয় যে দাবিদার সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মেলে, দাবিদারকে পর্যায়ক্রমে ট্রাইব্যুনালের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার মাধ্যমে অবশিষ্ট কাজ শেষ করার অনুমতি দেওয়া হবে যাতে ট্রাইব্যুনাল পরীক্ষা করতে পারে যে দাবিদার সফলভাবে এনএইচএআইএল-এর সন্তুষ্টির জন্য অবশিষ্ট কাজ শেষ করছে কিনা। আমাদের দৃষ্টিতে, উত্তরদাতার দ্বারা গৃহীত অবস্থান যে প্রত্যাখ্যানের প্রথম অধিকার কেবলমাত্র দাবিদারকে দেওয়া যেতে পারে যদি সে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় তবে তা বজায় রাখা যায় না। তদনুসারে, ২৫.৪.২০১৭ তারিখের আবেদনে দাবিদার কর্তৃক চাওয়া ত্রাণ মঞ্জুর করা হয়।

১৩. এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, আপিলকারী দিল্লি উচ্চ আদালতে, নতুন দিল্লিতে, আইন এর ৩৭(২)(খ) ধারা অনুযায়ী একটি আপিল দায়ের করেন। এটি ২১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে খারিজ করা হয়। উচ্চ আদালত সালিসি ট্রাইব্যুনালের দ্বারা গৃহীত মতামতকে সমর্থন করেছে এবং এর মধ্যে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছে:

"১২। ২৩.০৭.২০১৬ তারিখের পূর্ববর্তী আদেশটি পর্যালোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, সর্বনিম্ন দরপত্রের সঙ্গে মিল রেখে উত্তরদাতাকে প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং যদি দরপত্রের সঙ্গে মিল থাকে, তবে উত্তরদাতাকে বাকি কাজ সম্পন্ন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এমন কোনও নির্দেশ ছিল না যে উত্তরদাতা দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন। শর্তাবলী সাপেক্ষে তাদের সর্বনিম্ন দরদাতাকে মিলানোর অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের সর্বনিম্ন দরপত্রের সঙ্গে মিল থাকার ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট কাজটি করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ২৩.০৭.২০১৭ তারিখের লার্ড আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের আদেশ অনুসারে উত্থাপিত নিলামে উত্তরদাতার অংশগ্রহণ করা উচিত ছিল বলে আবেদনকারীর জোর দেওয়া ভুল।

১৩। আপিলকারীর জন্য সম্মানিত আইনজীবীকে বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, উত্তরদাতা বিডে অংশগ্রহণ না করার কারণে কী ধরনের ক্ষতি বা অসুবিধা হয়েছে। আপিলকারীর আইনজীবী শুধুমাত্র এই উত্তর দিয়েছিলেন যে, উত্তরদাতা বিডে অংশগ্রহণ না করলে, আপিলকারী জানতে পারছেন না যে, উত্তরদাতা বিডার হতে যোগ্য ছিল কি না। আমার মতে, সম্মানিত সালিসি ট্রাইব্যুনালের

২৩.০৭.২০১৬ তারিখের আদেশের আলোকে, আপিলকারীকে বিডে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ ছিল না। আপিলকারীর আশঙ্কাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন।

১৪, আবেদনকারীর প্রতি কোনও পক্ষপাত সৃষ্টি করা হয় না। এটা স্পষ্ট যে, কোনও পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার জন্য উত্তরদাতার জোর দেওয়া ছাড়া, দরপত্র প্রক্রিয়ায় উত্তরদাতার অংশগ্রহণ না করার কারণে আবেদনকারীর প্রতি কোনও পক্ষপাত সৃষ্টি হয় না। আরও, বিতর্কিত নির্দেশাবলী ২৩.০৭.২০১৬ তারিখের লার্নড আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনালের পূর্ববর্তী আদেশ অনুসারে পাস করা হয়, যা বিরোধিতা করা হয়নি এবং চূড়ান্ততা অর্জন করেনি। বর্তমান আবেদনে কোনও যোগ্যতা নেই এবং তা খারিজ করা হয়।

১৪। আবেদনকারী ২৪শে মে, ২০১৭ তারিখের সালিসী ট্রাইব্যুনাল এবং ২১শে আগস্ট, ২০১৭ তারিখের হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে এই যুক্তির ভিত্তিতে আক্রমণ করেছেন যে, দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে এবং দরপত্রের নথির শর্তাবলীর ভিত্তিতে উত্তরদাতাকে আরওএফআর প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। আবেদনকারীর মতে, আমরা দরপত্র প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারি না এবং বিশেষ করে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজের পুনরায় দরপত্র দেওয়ার জন্য গৃহীত স্নোডালিটির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারি না। দরপত্রের মূল্যায়ন এবং চুক্তি প্রদানের প্রক্রিয়া মূলত বাণিজ্যিক কাজ, যার জন্য আদালতগুলিকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে, বিশেষত যখন সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তটি সৎ এবং জনস্বার্থে নেওয়া হয়। এছাড়াও, ২০১৬ সালের ২৩ শতাংশ জুলাইয়ের সালিসী ট্রাইব্যুনালের আদেশ কোনওভাবেই, স্পষ্টতই, উত্তরদাতাকে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া থেকে অব্যাহতি দেয় না এবং আবেদনকারীকে অন্যদের সাথে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকার জন্য কোনও শর্তও দেওয়া হয়নি। এই ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সকলের, যার মধ্যে উত্তরদাতাও অন্তর্ভুক্ত, টেন্ডার ডকুমেন্টে উল্লেখিত শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য ছিল। যে উত্তরদাতাকে প্রযুক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, তা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অপরিহার্যতাকে অপসারণ করে না এবং এটি অপসারণ করবে না। এর মূল উদ্দেশ্য হল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সঠিক প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা এবং বিশেষত একটি ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব পেতে এবং অর্থের জন্য সেরা মান একটি বৈজ্ঞানিক ও স্বচ্ছভাবে পেতে, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করা এবং তাদের সমান সুযোগ প্রদান করা। এটি দাবি করা হয়েছে যে, সালিসি ট্রাইব্যুনালের আদেশ, ২৩ জুলাই, ২০১৬ বা ২৪ মে, ২০১৭ তারিখে, এখতিয়ারের অতিরিক্ত এবং এটি আইন এর ১৭ ধারার উদ্দেশ্যের বাইরে চলে গিয়েছে। কারণ,

সালিসি ট্রাইব্যুনালের জন্য একটি আলাদা চুক্তির বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেওয়া সম্ভব ছিল না, যদিও এটি প্রকল্পের অসমাপ্ত ও অপ্রাপ্ত কাজের সম্পন্ন করতে সহায়ক। এটি যুক্তিযুক্ত যে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থান যে দরপত্রের নথির শর্তাবলী প্রণয়ন করার বিশেষাধিকার নিয়োগকর্তার এবং আদালত এই শর্তগুলির উপর আপিলে বসতে পারে না, এবং উত্তরদাতার দ্বারা বিরোধিতা না করা হলে এটি পুনরায় লেখা বা সংশোধন করা খুব কম হতে পারে না।

এটা যুক্তি দেওয়া হয় যে, ২০০৬ সালে কারিগরি দরপত্রে উত্তরদাতা যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তা ২০১৬ সালে পুনরায় দরপত্র প্রক্রিয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে না। ২০১৬ সালে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, ২০১৬ সালের দরপত্র নথির প্রেক্ষাপটে উত্তরদাতার যোগ্যতা এবং যোগ্যতা পরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, যে ব্যক্তি বা সত্তা দরপত্র প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকেন বা দরপত্র নথির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হন, তিনি এই ধরনের দরপত্র প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনও অধিকার বা সুদ কম কার্যকর দাবি অর্জন করতে পারবেন না। আপিলকারীর মতে, উত্তরদাতাকে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করার ফলস্বরূপ তা বহন করতে হবে এবং যদি উত্তরদাতাকে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করার জন্য কোনো স্পষ্ট মঞ্জুরি বা অব্যাহতি না দেওয়া হয়, তবে তাকে আরওএফআর প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া যাবে না। উপরের উক্তি সমর্থন করতে, দিল্লি উচ্চ আদালতের ভিএইচসিপিএল-এডিসিসি পিংগালাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড ও অন্য বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া ও অন্যান্য মামলার সিদ্ধান্ত এবং আপিলেট ট্রাইব্যুনাল ফর ইলেকট্রিসিটি দ্বারা মেসার্স রাজ ওয়েস্ট পাওয়ার লিমিটেড ও অন্য বনাম রাজস্থান ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন ও অন্যান্য মামলার সিদ্ধান্তে নির্ভর করা হয়েছে।

১৫। অন্যদিকে, উত্তরদাতা যুক্তি দেখাবেন যে আর. ও. এফ. আর প্রয়োগের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রয়োজন ছিল না বলে সালিসী ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্টের সমবর্তী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে এই আবেদনে কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না। কারণ, ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশে এই ধরনের পূর্বশর্ত নির্ধারণ করা হয়নি বা দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে উত্তরদাতাকে আর. ও. এফ. আর প্রয়োগ করতে নিষেধ করা হয়নি। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশটি পক্ষগুলির সম্মতির উপর ভিত্তি করে এবং আবেদনকারীর দ্বারা কখনও বিরোধিতা করা হয়নি এবং এইভাবে, আবেদনকারী তার চিঠি এবং আত্মা একই মেনে চলতে বাধ্য ছিল। উত্তরদাতার মতে, প্রকল্পের ৭৮ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করার পর

যা আপিলকারীর মতে প্রায় ৬২ শতাংশ মাত্র), এবং প্রকল্পে ৭১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পর, কোনোভাবেই উত্তরদাতাকে একটি অ-গম্ভীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। উত্তরদাতার মতে, আবেদনকারীকে ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশকে বিরোধিতা জানাতে শোনা যায় না, যা আরওএফআর প্রদান করে, কারণ এটি পক্ষগুলির সম্মতির উপর ভিত্তি করে ছিল এবং চূড়ান্ততাও অর্জন করেছিল। উপরন্তু, বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র এটি নির্ধারণ করা যে দরদাতাকে দেওয়া প্রস্তাবটি একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাব ছিল কিনা। ইতিমধ্যে প্রকল্পের যথেষ্ট কাজ সম্পন্ন করার পরে, কোনও কল্পনার প্রসার ছাড়াই, অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে অক্ষম বলা যেতে পারে। ২০১৬ সালের ২৩শে জুলাইয়ের আদেশ থেকে এই দিকটি আর্বিট্রাল ট্রাইব্যুনালের কাছে প্রশংসিত হয়। সেই আদেশে আর্বিট্রাল ট্রাইব্যুনাল দ্ব্যর্থহীনভাবে লিপিবদ্ধ করে যে, আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এমন নয় যে, উত্তরদাতাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বা অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে অক্ষম। শুধু তাই নয়, আর্বিট্রাল ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করে যে, তৃতীয় পক্ষকে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া জনস্বার্থে হবে না। সেই ভিত্তিতে, আবেদনকারীকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে আর. ও. এফ. আর প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি মূলত আবেদনকারীর দ্বারা আরোপিত একতরফা শর্তগুলির সাথে উত্তরদাতার সম্মতির ভিত্তিতে ছিল, যা আপিলকারীকে পুনর্বিবেচনা করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, উত্তরদাতার মতে, দরপত্রের নথিতে ৩,৬,২৭ এবং ৩০ ধারার মতো শর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত করা আবেদনকারীর পক্ষে অগ্রহণযোগ্য ছিল, কারণ এগুলি সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পাস করা আদেশের দামে রয়েছে এবং আরও বেশি, সেই পক্ষে সালিসী ট্রাইব্যুনালের কাছ থেকে স্বাধীনতা না চেয়ে। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে দরপত্র প্রক্রিয়াটির উদ্দেশ্য কেবল প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করা।উত্তরদাতার মতে, প্রকরণ ৩.২(ছ) এর প্রেক্ষাপটে, যা একটি অনুমোদনযোগ্য বিধান হিসেবে উত্তরদাতাকে কাজের জন্য যোগ্য এবং সক্ষম ঘোষণা করে, উত্তরদাতার অংশগ্রহণের কোনো যুক্তি বা ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। সালিশি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নথিবদ্ধ করা হয়েছে যে, প্রকল্পের বাকি কাজ সম্পন্ন করার জন্য উত্তরদাতার সক্ষমতা কখনোই সন্দেহের মধ্যে ছিল না। যেকোনো ক্ষেত্রে, সালিশি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোনো স্বাধীনতা না দেওয়ার কারণে, আপিলকারীর পক্ষে টেন্ডার ডকুমেন্টে এমন একটি পূর্বশর্ত সংযোজন করা সম্ভব ছিল না। এটি দাবি করা হয়েছে যে, এমন পূর্বশর্ত উত্তরদাতাকে বিড সিকিউরিটি প্রদান করতে বাধ্য করবে, যার ফলে উত্তরদাতা যদি সর্বনিম্ন বিড মেলানোর জন্য অস্বীকার বা ব্যর্থ হয়, তবে তা একটি "ফেট আকমপলি" পরিস্থিতি হয়ে উঠবে। কারণ, এর ফলে তার বিড সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত হবে এবং ব্ল্যাকলিস্টিংও ঘটতে পারে। ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশটি আরওএফআর-এর অধিকার সম্পর্কিত এবং

বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার সম্পর্কিত নয়। এছাড়াও, উত্তরদাতার আর্থিক বিড জমা দেওয়া ছিল এল-১ নির্ধারণ করার জন্য নয়। কারণ, বিষয়টিতে অংশগ্রহণকারী সকল বিডারকে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য বিড ডকুমেন্টে সম্পূর্ণভাবে জানানো হয়েছিল যে, উত্তরদাতার আরওএফআর রয়েছে এবং এল-১ কে ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশ অনুসারে উত্তরদাতা দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অতএব, উত্তরদাতাকে আর্থিক বিড জমা দিয়ে তার সঙ্গে মিলিয়ে বিড করার জন্য প্রত্যাশিত ছিল না। উত্তরদাতা দাবি করবে যে, আপিলকারী ভুলভাবে দাবি করেছে যে, উত্তরদাতা টেন্ডার ডকুমেন্টে উল্লেখিত শর্তাবলী সম্পর্কে জানত এবং তবুও বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চায়নি। কারণ, বিড ডকুমেন্টগুলি উত্তরদাতাকে সরবরাহ করা হয়নি এবং সালিশি ট্রাইব্যুনালের সামনে সেগুলি নথিবদ্ধ করা হয়নি। অতএব, আপিলকারী যে শর্তগুলির উপর নির্ভর করছে, সেগুলি কখনোই উত্তরদাতা বা সালিশি ট্রাইব্যুনালের কাছে কোনও সময়ে তুলে ধরা হয়নি। যেকোনো ক্ষেত্রে, আপিলকারী সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এটি প্রমাণ করতে যে, উত্তরদাতাকে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করেও আরওএফআর প্রয়োগ করতে দেওয়ার ফলে কী ক্ষতি হতে পারে। উচ্চ আদালতের সম্মানিত একক বিচারক বারবার এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, যা আপিলকারী ব্যাখ্যা করতে পারেননি, যেমনটি আপত্তিকর রায়ে নোট করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, উচ্চ আদালত আপিলকারীর আবেদনটি খারিজ করেছে এবং বলেছে যে, ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশ অনুসারে আরওএফআর প্রয়োগ করতে উত্তরদাতাের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল না। উত্তরদাতা আপিলকারীর উপর নির্ভরশীল দুটি সিদ্ধান্ত আলাদা করে দেখিয়েছে এবং দাবি করেছে যে, এসব কোনো আইনগত মূলনীতি স্থাপন করে না যে, বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা আরওএফআর প্রয়োগের পূর্বশর্ত। এটি দাবি করা হয়েছে যে, বর্তমান ক্ষেত্রে, কোনো বিডে অংশগ্রহণের শর্ত ছাড়াই আরওএফআর প্রদান করা হয়েছে সালিসি ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে, যা পক্ষগুলির সম্মতির ভিত্তিতে ছিল। এটি দাবি করা হয়েছে যে, সালিসি ট্রাইব্যুনাল এবং উচ্চ আদালতের সমন্বিত মতামতের কারণে, এই আদালতকে এই আপিল গ্রহণ করতে খুব ধীর গতি অবলম্বন করা উচিত।

১৬. আমরা শ্রী কেকে বেনুগোপাল, ভারত সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল এবং শ্রী মুকুল রোহাতগি, উত্তরদাতাের (মামলার পক্ষ) পক্ষে আইনজীবী, তাদের বক্তব্য শুনেছি।

১৭. বর্তমান আপিলে আলোচিত বিষয়টি মূলত সালিসি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জারি করা এবং উচ্চ আদালতের দ্বারা সমর্থিত আদেশের ন্যায্যতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট, যা উত্তরদাতা (মামলার পক্ষ) কর্তৃক আইন এর ১৭ ধারা অনুসারে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল চলমান সালিসি প্রক্রিয়ায়। তবে,

মূলত, বিবেচনাধীন আবেদনের বিষয়বস্তু হাইওয়ে প্রকল্পের অসমাপ্ত এবং অবশিষ্ট কাজের জন্য একটি চুক্তি প্রদানের জন্য একটি টেন্ডার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পক্ষগুলির অধিকার এবং দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত।

১৮. উত্তরদাতা (মামলার পক্ষ) কর্তৃক দাবি করা সহায়তা বিবেচনা করার সময়, তা টেন্ডার প্রক্রিয়ার নীতি অনুসারে পর্যালোচনা করা উচিত ছিল, বিশেষ করে যখন টেন্ডার ডকুমেন্টের বৈধতা কোনো প্রতিযোগী কর্তৃপক্ষের সামনে বিরোধিতা করা হয়নি। টেন্ডার ডকুমেন্টের শর্তাবলী অনুসারে, যেমন পূর্বে অনুচ্ছেদ ৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উত্তরদাতাের (মামলার পক্ষ) এল-১ এর বিড মেলানো বা আরওএফআর প্রয়োগের অধিকার শুধুমাত্র তখনই কার্যকর হবে যদি উত্তরদাতা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করত টেন্ডার নোটিস অনুসারে। টেন্ডার প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা নয়, বরং প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করা এবং সকল টেন্ডারদাতাকে সমান সুযোগ প্রদান করা, যার ফলস্বরূপ সঠিক প্রস্তাব বা টাকা মূল্যের সেরা প্রস্তাব পাওয়া যায়। টেন্ডার ডকুমেন্টের যোগ্যতা শর্ত এবং সম্পর্কিত বিধিনিষেধের সরল ভাষা স্পষ্টভাবে বলছে যে, উত্তরদাতাকে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে, তার সিলমোহর করা বিড (প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক) জমা দিয়ে। যে একটি অনুমোদনযোগ্য বিধান টেন্ডার ডকুমেন্টে রয়েছে, তা অনুযায়ী, যদি উত্তরদাতা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তবে তাকে টেন্ডার প্রকরণ ৩ থেকে ৬ অনুসারে প্রয়োজনীয় সমস্ত শর্ত পূরণকারী হিসেবে গণ্য করা হবে, কারণ এটি প্রকল্পের বিদ্যমান কনসেশনেয়ার। তবে এটি উত্তরদাতাকে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেয় না; বরং ডকুমেন্টের শর্তগুলির রূপরেখা অনুযায়ী, উত্তরদাতাকে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক বিডার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে ব্যর্থ হওয়া এবং বিশেষ করে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্পষ্ট শর্ত থাকা সত্ত্বেও, যার বৈধতা কখনোই বিরোধিতা করা হয়নি, উত্তরদাতাকে কোনো অধিকার অর্জন করেছে এমন দাবি করা গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র সেই সংস্থাগুলি যারা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদেরই সংশ্লিষ্ট টেন্ডার ডকুমেন্টের শর্তাবলী না পূর্ণ হওয়া বা লঙ্ঘন সম্পর্কিত অভিযোগ করতে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। উত্তরদাতা যারা টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে গেছে, তারা কোনোভাবেই টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা যোগ্য বিডারদের অধিকারকে কমিয়ে দেখাতে পারে না, যারা লিখিত এবং স্পষ্ট শর্তাবলী অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে।টেন্ডার প্রক্রিয়ার সমাপ্তিতে, যদি উত্তরদাতা অংশগ্রহণ না করে থাকে, তবে আইন অনুযায়ী, যোগ্য বিডারদের জমা দেওয়া প্রস্তাবটি উল্লিখিত শর্তাবলী

এবং শর্তাবলী অনুসারে বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং, যদি উত্তরদাতার দাবি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট টেন্ডার ডকুমেন্টে নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে কঠোরভাবে বিচার করা হয়, তবে উত্তরদাতার কোনো মামলাই নেই।

১৯। উত্তরদাতার আবেদনের গুরুত্ব এই ধারণার উপর নির্ভর করে যে, ২০১৬ সালের ২৩শে জুলাই সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে উত্তরদাতার আরওএফআর প্রয়োগের নিঃশর্ত অধিকার প্রদান করা হয়েছে, যদি বকেয়া কাজের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। তার জন্য, আমরা সরাসরি ২৩শে জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশে বিজ্ঞাপন দিতে পারি। এটি আইনের ১৭ ধারার অধীনে উত্তরদাতার দ্বারা পছন্দ করা আবেদনে প্রার্থনা ধারা (খ) মঞ্জুরকারী একটি আদেশ। এটি উপরের ৩ অনুচ্ছেদে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্পূর্ণ আবেদনে (আইনের ১৭ ধারার অধীনে উত্তরদাতার দায়ের করা) এমন কিছু নেই যা দূরবর্তীভাবে ইঙ্গিত করে যে, উত্তরদাতা দফা (খ)-এ অনুরোধ করেছিলেন যে, তাকে প্রস্তাবিত দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক এবং সর্বনিম্ন দরদাতাকে অভিপ্রায়পত্র জারি করার আগে আরওএফআর প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে ছাড় অনুমান করা যায় না। এটি একটি সুস্পষ্ট ছাড় হতে হবে যা দরপত্রের নথিতে চাওয়া হয়েছে এবং তাই মঞ্জুর করা হয়েছে এবং প্রকাশ করা হয়েছে। বিবাদী এই যুক্তিতে সঠিক হতে পারেন যে, ২০১৬ সালের ২৩শে জুলাই সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে আর. ও. এফ. আর প্রয়োগের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবাদীকে অবশ্যই দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়নি বা দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে বিবাদীকে আর. ও. এফ. আর প্রয়োগ করতে নিষেধ করা হয়নি। আদেশটি, প্রকৃতপক্ষে, সেই পক্ষে নীরব। তবে, এটি বিবাদীকে কোনও উপকার করবে না। কারণ, এই ধরনের ছাড়ের জন্য আবেদন করা উচিত ছিল এবং আদালত দ্বারা স্পষ্টভাবে মঞ্জুর করা উচিত ছিল। এই ধরনের সুস্পষ্ট ছাড়ের অভাবে, উত্তরদাতা হাইকোর্টের আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আবেদনকারী কর্তৃক প্রকাশ্যে অবহিত দরপত্র নথির শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য ছিলেন। এই জাতীয় অবহিত শর্তাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, উত্তরদাতা ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশের অধীনে প্রদত্ত সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মেলে বা আরওএফআর প্রয়োগ করার সুযোগটি হারিয়েছিলেন। অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী হবে এবং তা গ্রহণ করা যাবে না।

২০। এটি উত্তরদাতার ক্ষেত্রে নয় যে, উত্তরদাতাকে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে একটি সুস্পষ্ট ছাড় দেওয়া হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, অংশগ্রহণ থেকে কোনও নীরব বা অন্তর্নিহিত ছাড় দেওয়া যেতে পারে না। প্রথমত, প্রশ্নটি হল, এমন কোনো নির্দেশ

সালিসি ট্রাইব্যুনাল কি আইন এর ১৭ ধারা অনুসারে নিজেই জারি করতে পারে কি না, যা বিতর্কিত হতে পারে। তবে, যেহেতু ২৩শে জুলাই, ২০১৬ এর আদেশটি কোনো বিরোধিতার মুখোমুখি হয়নি, আমরা ওই দিকটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। বস্তুত, আপিলকারী আদেশটি গ্রহণ করেছিলেন একটি আশাবাদী আশা নিয়ে যে একটি সঠিক টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে, যেখানে উত্তরদাতাও অংশগ্রহণ করবে, প্রকল্পের অবশিষ্ট এবং অসমাপ্ত কাজের জন্য চুক্তি প্রদান করার জন্য। সেই আদেশ কার্যকর করার জন্য, আবেদনকারী দ্বারা ২৮শে নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে দরপত্র নথি জারি করা হয়েছিল, যা পূর্বোক্ত হিসাবে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরদাতা তার দরপত্র জমা দেবেন বলে আশা করা হয়েছিল। স্বীকার করা যায় যে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, তা ২০১৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর সালিসী ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রকাশ করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, যে দরপত্র নথিগুলি পাবলিক ডোমেনে রাখা হয়েছিল (অন্য যে কোনও দরপত্র প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেমন করা হয়), তাতে উত্তরদাতা কোনও সূত্র পাননি বা তা অনুসরণ করতেও আগ্রহী হননি। উপরন্তু, উত্তরদাতা ৫ জানুয়ারী, ২০১৭-তে প্রযুক্তিগত দরপত্র এবং ২৯ মার্চ, ২০১৭-এ আর্থিক দরপত্র খোলার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এবং আইনের ১৭ ধারার অধীনে একটি আবেদনের মাধ্যমে সালিসী ট্রাইব্যুনালে ছুটে গিয়েছিলেন, শুধুমাত্র ২৫ এপ্রিল, ২০১৭-এ উল্লেখ করে যে, আগের দিন, এটি তার নজরে এসেছিল যে আবেদনকারী সম্ভবত সর্বনিম্ন দরদাতাকে অভিপ্রায় পত্র জারি করতে পারে, উত্তরদাতাকে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মেলে ধরার বা আরওএফআর প্রয়োগ করার সুযোগ না দিয়ে। উক্ত আবেদনের বিরোধিতা করার জন্য, উত্তরের হলফনামায় আবেদনকারী দাবি করেছিলেন যে, দরপত্রের নথির শর্তাবলী সম্পর্কে উত্তরদাতা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন এবং তবুও তিনি দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উত্তরদাতা কোনও জবাব দাখিল করে উক্ত দাবির বিরোধিতা করার প্রয়োজন মনে করেননি। তা সত্ত্বেও, সালিসী ট্রাইব্যুনাল উত্তরদাতার আবেদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং ২৪ মে, ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উত্তরদাতার আবেদন মঞ্জুর করেছিল। উপরোক্ত আদেশের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশ উপরের ১২ অনুচ্ছেদে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে। সালিসী ট্রাইব্যুনাল এই সত্যে আরও প্রভাবিত হয়েছিল যে, উত্তরদাতা প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং উত্তরদাতাকে অবশিষ্ট কাজ শেষ করার অনুমতি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ হবে। সালিসী ট্রাইব্যুনাল ২৩ জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশটি একটি সম্পূর্ণ এবং নিঃশর্ত আদেশ ছিল কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কোনও প্রচেষ্টা করেনি যা উত্তরদাতাকে 'দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে সরাসরি আরওএফআর প্রয়োগের অধিকারী করে। সালিসী ট্রাইব্যুনাল কেবল আবেদনকারীর আপত্তির দিকে ঝুঁকেছিল এবং এই সিদ্ধান্তে প্রত্যাখ্যান করেছিল যে প্রকল্পে তৃতীয় পক্ষের জড়িত হওয়া গুরুতর সমস্যা তৈরি করবে। এটি ধারণা করেছিল যে, উত্তরদাতাকে সর্বনিম্ন বিড মেলানোর এবং বাকি কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিকল্প দেওয়া, শর্তে যে নিয়মিত অগ্রগতি রিপোর্ট সালিসি ট্রাইব্যুনালে জমা দিতে হবে যাতে এটি

মনিটরিং করতে পারে যে বাকি কাজটি এন. এইচ. এ. আই-র সন্তুষ্টির সাথে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা, একটি সঠিক এবং ন্যায্য ব্যবস্থা হবে। তবে, এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

২১. আপিলকারীর পছন্দের আপিলে হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল না। হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশ উপরের ১৩ অনুচ্ছেদে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে। উচ্চ আদালত আরবিট্রাল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও ত্রুটি, অনেক কম প্রকাশ্য ত্রুটি খুঁজে পায়নি। উপরন্তু, বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ থেকে এটি সংগ্রহ করা যেতে পারে যে হাইকোর্ট জানতে আগ্রহী ছিল যে আবেদনকারী যদি দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ না নিতেন তবে আপিলকারীর প্রতি কী পক্ষপাত সৃষ্টি হত। হাইকোর্টের এই প্রশ্নটি এই প্রশ্নের জন্য অনুরোধ করছে, কারণ, আইনের ১৭ ধারার অধীনে আবেদনে উত্তরদাতার দাবি করা স্বস্তির উত্তর দেওয়ার প্রাথমিক ভিত্তি এটি হতে পারে না। যে সত্তা দরপত্র প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকে এবং দরপত্রের নথির স্পষ্ট শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয় সে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মেলে বা আরওএফআর প্রয়োগ করার কোনও অধিকার দাবি করতে পারে না। কেবলমাত্র একজন প্রতিক্রিয়াশীল দরদাতা তা করতে পারে। হাইকোর্ট এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছে যে আবেদনকারী ১৯৮৮ সালের আইনের অধীনে একটি সংস্থা কর্পোরেট সংস্থা। এটি প্রকল্পের ভারসাম্য এবং অসম্পূর্ণ কাজ সত্ত্বেও চুক্তি বরাদ্দের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত। ২০১৬-র ২৩শে জুলাই সালিসী ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ অনুযায়ী, আর. ও. এফ. আর প্রয়োগ বা দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে সর্বনিম্ন দরপত্রের সঙ্গে মিল রাখার জন্য উত্তরদাতাকে কোনও সুস্পষ্ট ছাড় দেওয়া হয়নি। উত্তরদাতার কাছে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার বিকল্প ছিল যা উত্তরদাতার কাছে সর্বাধিক পরিচিত কারণে নেওয়া হয়নি। উচ্চ আদালত এই বিষয়টিকেও উপেক্ষা করে যে দরপত্র প্রক্রিয়াটি একটি ফাঁকা আনুষ্ঠানিকতা ছিল না এবং এর সূচনার সাথে সাথে, দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া তৃতীয় পক্ষগুলি, দরপত্রের নথিতে সেই পক্ষে স্পষ্ট শর্ত থাকা সত্ত্বেও দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ না নিয়ে উত্তরদাতাকে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মেলাতে বা আরওএফআর প্রয়োগ করার অনুমতি দিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। এটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য যথেষ্ট যে উচ্চ আদালত ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উত্তরদাতাকে অনুদান বা ত্রাণের অনুমোদন না দেওয়ার মূল বিষয়গুলি পরীক্ষা না করার ক্ষেত্রে সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একই ত্রুটি করেছে।

২২। সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২০১৬ সালের ২৩শে জুলাই জারি করা আদেশটি পক্ষগুলির সম্মতির ভিত্তিতে ছিল এবং আবেদনকারীর দ্বারা কখনও বিরোধিতা করা হয়নি বলে উত্তরদাতার যুক্তি, বিষয়টিকে কোনও ভাবেই গ্রহণ করে না।

একদিকে উত্তরদাতা যুক্তি দেখান যে, উক্ত আদেশটি পক্ষগুলির সম্মতির উপর ভিত্তি করে ছিল এবং একই সঙ্গে যুক্তি দেখান যে, উত্তরদাতা আবেদনকারীর দ্বারা নির্ধারিত একতরফা শর্তে সম্মতি দিয়েছেন, যা আবেদনকারীকে তার অনুরোধ অনুযায়ী পুনর্বিবেচনা করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। যাই হোক না কেন, ২৩শে জুলাই, ২০১৬ তারিখের আদেশটি ন্যায্যভাবে পড়ার পরে, এটি লক্ষ্য করা যায় যে এটি একটি প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং কোনও ছাড়ের উপর 'বাদ দেওয়া' নয়। যে কোনও ক্ষেত্রে, আদেশটি প্রস্তাবিত নিলাম প্রক্রিয়ায় উত্তরদাতাকে অংশগ্রহণ থেকে ছাড় দেওয়ার বিষয়ে কোনও স্পষ্ট, স্ন্যাশন দেয় না। উত্তরদাতা ইতিমধ্যেই এই বিষয়ের প্রকল্পে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন এবং যথেষ্ট কাজও সম্পন্ন করেছেন, এই বিষয়টি দরপত্র প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির অধিকার ও বাধ্যবাধকতার বিষয়ে ভারতীয় আইনের মৌলিক ইচ্ছাকে উপেক্ষা করার কোনও ভিত্তি হতে পারে না। আমরা উত্তরদাতার এই যুক্তিতেও মুগ্ধ নই যে, উত্তরদাতা তার নিজের দরপত্রের সঙ্গে মিল রাখতে অস্বীকার করবেন বলে আশা করা হয়নি বা যদি তিনি দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে আরওএফআর প্রয়োগ করতেন, তাহলে এর ফলে কালো তালিকাভুক্তির ফল হত এবং দরপত্র সুরক্ষার পরিমাণ বাজেয়াপ্ত হত। বিবাদী যে আরওএফআর প্রয়োগ করবে তার অর্থ হবে যে বিবাদী যে দরপত্র দিয়েছিল তা এল-আই ছিল না। যদি এটি এল-আই না হত, তবে আরওএফআর প্রয়োগ করলে অবশ্যই দরপত্রের সুরক্ষা বাজেয়াপ্ত করা হত না এবং কালো তালিকাভুক্তির পরিণতিও দেখা যেত না। এই আবেদনটি স্পষ্টতই হতাশার যুক্তি এবং দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ব্যর্থতার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে বিলম্বিত হয়েছিল।

২৩. আপিলকারী ভি. এইচ. সি. পি. এল-এডিসিসি পিঙ্গালাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড, (উপরে)-এর উক্তিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই ক্ষেত্রে, আদালত এই প্রশ্নটি বিবেচনা করে যে আবেদনকারীর পূর্ব-যোগ্যতা অর্জন বা দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে সর্বনিম্ন দরপত্রের সাথে মেলে ধরার অগ্রাধিকারের অধিকার আছে কিনা। সেক্ষেত্রে, ছাড় চুক্তির অনুচ্ছেদ ১৪.১ (গ) শর্ত দেয় যে উত্তরদাতা নং ১ প্রকল্পের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করতে পারে যার জন্য আবেদনকারীকে তার প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য একটি বিকল্প দিতে হবে। প্রাসঙ্গিক দিকগুলির নজিরগুলি লক্ষ্য করার পরে আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে, যদি ছাড়প্রাপক তার প্রস্তাব জমা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে দরপত্রের নথিতে বর্ণিত শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে, দরপত্র প্রক্রিয়ায় উত্তরদাতার অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, এখানে উত্তরদাতার মতো পছন্দের প্রস্তাবের সাথে মেলে ধরার অধিকার তার নেই। আবেদনকারী এম/এস রাজ ওয়েস্ট পাওয়ার লিমিটেড (উপরে)-এর সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভরতা রেখেছেন। আমরা উত্তরদাতার সাথে একমত যে এই সিদ্ধান্তটি এমন কোনও নীতি নির্ধারণ করে না যা হাতে থাকা মামলার উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে।

২৪. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের এই উপসংহারে আসতে কোনও দ্বিধা নেই যে, উচ্চ আদালত কর্তৃক নিশ্চিত হওয়া সালিসী ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়,

২৫। তদনুসারে, ২০১৭ সালের ২৪শে মে সালিসী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এবং ২০১৭ সালের ২১শে আগস্ট হাইকোর্টের বিশিষ্ট একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল এবং বাতিল করার যোগ্য এবং ফলস্বরূপ, ২০১৭ সালের ২৫শে এপ্রিল আইনের ১৭ ধারার অধীনে উত্তরদাতার দ্বারা দায়ের করা আবেদন খারিজ করা উচিত। আমরা সেই অনুযায়ী আদেশ দিচ্ছি।

২৬. উপরের শর্তাবলীতে খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই আপিল অনুমোদিত।

দিভ্য পান্ডে আপীল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee